R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘বুঝলাম লড়াইয়েই প্রকৃত আনন্দ’

৭ ফেব্রুয়ারি, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে স্থাপিত হয়েছে ‘মাইল স্টোন’, সাথে বিদ্যাসাগরের কাটআউট। সেই দৃঢ় পদক্ষেপের ছবির সামনে থমকে দাঁড়াচ্ছেন মানুষ। সেই ‘অজেয় পৌরুষ’, ‘অক্ষয় মনুষ্যত্ব’ সাধনার অনুশীলনের অঙ্গীকার, তাঁর চলার পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে সুদূর শিলিগুড়ি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ‘অঙ্গীকার যাত্রী’রা রওনা হয়েছেন। আরও একদল ৪ ফেব্রুয়ারি বীরসিংহের পবিত্র মাটি ছুঁয়ে শুরু করেছেন হাঁটা। আর একদল আসছেন বিদ্যাসাগরের কর্মভূমি কর্মাটাঁড় থেকে। ৭ ফেব্রুয়ারি সকলেই এসে মিলিত হলেন কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে।

বিদ্যাসাগর মূর্তির দু-পাশে রেলিং জুড়ে প্রদর্শনী। একদিকে বিদ্যাসাগরের মূল্যবান উদ্ধৃতি। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অন্যান্য মনীষীদের উক্তি। এই মানুষটিকে চেনা যে আজ অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় সমাজ-সভ্যতাকে মেকি জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে যেভাবে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে তার বিরুদ্ধেপ্রগতির সংগ্রামে আজও তিনি পথ দেখান।

সমবেত হয়েছেন রাজ্যের নানা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কিলোমিটার পথের মাঝে মাঝেই অঙ্গীকার যাত্রীদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। হুগলির দামোদরপুরে ছাত্রীরা পুষ্পবৃষ্টি করেছেন মিছিলের উপর। জনতার বিপুল অভ্যর্থনায়, নানা রঙের ফুল-মালায় ভরে উঠছে গোটা মিছিল। বিমুগ্ধবিস্ময়ে মানুষ একটাই কথা বলেছেন, ‘যারা বিদ্যাসাগরকে সঠিকভাবে চিনতে চায় সেই ছাত্রছাত্রীরাই তো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে। যুগে যুগে অন্যায়-শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে ছাত্ররাই তো সমাজকে জাগায়।’

এমনই অভিজ্ঞতা হয়েছে বিদ্যাসাগরের অন্যতম কর্মস্থল ঝাড়খণ্ডের কর্মাটাঁড়েও। সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস-বিজেপি’র তীব্র বাধার মধ্যেই স্থানীয় জনসাধারণের গভীর ভালবাসা ও সমর্থনে ‘নন্দনকানন’-এ বিদ্যাসাগর-মূর্তিতে মাল্যদান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কর্মাটাঁড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত ‘অঙ্গীকার যাত্রা’র সূচনা হয়েছিল। আরএসএসের নিষেধ সত্ত্বেও ‘নন্দনকানন’-এর কেয়ারটেকার, স্থানীয় যুবক জিতেন্দ্র, তাঁর স্কুলপড়ুয়া সন্তানকে নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ছাত্রদের তিনি বলেন, “বিদ্যাসাগরের নামে অনেক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু আপনারা যে কথাগুলো বলছেন, যে আন্তরিকতা নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করছেন, এমন কখনও দেখিনি।”

‘অঙ্গীকার যাত্রা’ যখন আসানসোল শহরে ঢুকেছে সেখানকার এনআরসি-সিএএ বিরোধী লাগাতার অবস্থান আন্দোলনকারীরা ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, “আপনারাই সত্যিকার ভারতের রূপ তুলে ধরছেন।” বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের পরিচালক অভিভূত হয়েছেন সমগ্র কর্মসূচিতে।

সাত দিন ধরে প্রায় এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে ‘অঙ্গীকার যাত্রা’ যখন কলেজ স্কোয়ারে ঢুকছে, সে এক অসাধারণ অনুভূতি। বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব ছবি বহন করে ড্রামের তালে তালে এগিয়ে আসছে অঙ্গীকার যাত্রীর দল। দু-পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। পথ চলার ক্লান্তি ছাপিয়ে আশ্চর্য এক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত অগণিত তরুণ-তরুণী। এ গুরু দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিচ্ছে যারা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন তাঁদের দৃষ্টিতে। পতপত করে উড়ছে সাদা ধবধবে নিশান, সেখানেও বিদ্যাসাগর। রাস্তার দু’ধারে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র টকটকে লাল পতাকা।

—এত দীর্ঘ এবং কঠিন কর্মসূচি কী জন্য?

উত্তর দিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার ছাত্র সঞ্জিত দেবনাথ, “না এসে পারলাম না। বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পূরণের কাজে যতটা পারি অংশ নিতে চাই।”

কোচবিহার ঠাকুর পঞ্চানন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্রী চন্দনা ভুঁইমালীর মুখে হাসি, “আমি সেই শিলিগুড়ি থেকে টানা সাত দিন মিছিলে আছি। কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হয়নি।” বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের রাহুল শতপথী, সুদীপ পাইনরা দেশজুড়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিলেবাস দেখে নীরব থাকতে পারেননি, বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পূরণের কথা ভেবেছেন। হলদিয়া সিআইপিইটি-র ছাত্র জিৎ চট্টরাজের জোর ‘মানুষ হওয়ায়’। আধুনিক মানুষ— বিদ্যাসাগর যেমন মানুষ চেয়েছিলেন তেমন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রায়দিঘি কলেজে বাংলা বিভাগের ছাত্রী রিয়া হালদারের সংযোজন, “শুধু মানুষ হওয়া নয়, মনুষ্যত্ব রক্ষারও অঙ্গীকার।”

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্র রাজেন্দ্র মণ্ডলের স্পষ্ট উচ্চারণ, ‘বিদ্যাসাগর ধর্মনিরপেক্ষ জীবনধারাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দেশে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের নামে মানুষকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র চলছে। এর বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই।” দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সায়ন হালদার চায় প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল। নিয়েছে লড়াইয়ের অঙ্গীকার। রানাঘাট কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র সুরজিৎ সরকার শিলিগুড়ি থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পাঁচ দিন টানা মিছিলে হেঁটেছে। চেয়েছে বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার আদর্শে এনআরসি-সিএএ বিরোধী সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের সুস্মিতা জোয়ারদারের অঙ্গীকার— ‘বিদ্যাসাগর নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে আজীবন লড়েছেন। কত অপবাদ, নিন্দা সহ্য করেছেন। তাঁর মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে আমরা অঙ্গীকার করছি, নারী নির্যাতন চলতে দেব না।’ সুস্মিতার পাশে তখন বাঁকুড়ার প্যারা-মেডিক্যাল ছাত্রী নিবেদিতা রায়। ওরা কেউ একা নয়। কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলের দশম শ্রেণির বর্ষণ দাশগুপ্ত, সৌগত গায়েনরা এসেছে। সিএমও, মহম্মদ জান, এমএল জুবিলি সহ বহু উর্দুমাধ্যম স্কুলের ছাত্ররা এসেছে। তারা শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি জানছে বিদ্যাসাগরকে। সোনারপুরে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র অনিমেষ সাঁই এত ছাত্র-ছাত্রীর সান্নিধ্যে শক্তি পায় আগামী দিনের পথ চলার। মুরলীধর গার্লস কলেজের সিমরন নিশার বলে ওঠেন “আমাদের এত বন্ধু আছে আগে জানতাম না।”

পশ্চিম মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিপুল জানা সাত দিনই মিছিলে ছিল। দেখেছে মায়েরা কীভাবে মেয়েদের নিয়ে এসেছেন মিছিলে। তার অনুভূতি ‘দলে দলে মানুষ আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, জীবনে কোনও দিন ভুলব না। বুঝলাম লড়াইয়েই প্রকৃত আনন্দ। তাই, লড়াই ছাড়ব না।’ কেন এই ‘অঙ্গীকার যাত্রা’, কীসের বিরুদ্ধে লড়াই, কোন আদর্শের ভিত্তিতে লড়াই সে কথা তুলে ধরলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানালেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসও-র সর্বভারতীয় সভাপতি ডিএনআর শেখর, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। তিনি বলেন, “তোমরা ছাত্রছাত্রীরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। সত্যকে ভিত্তি করে উন্নত মনুষ্যত্ব অর্জনের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ তোমরা গড়ে তুলবে। তাই, অঙ্গীকার তোমাদের একদিনের নয়, আজীবন এই সত্যনিষ্ঠ পথে অবিচল থাক। হয়তো অনেক কষ্ট হবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত জয় হবে তোমাদেরই।”

কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান তখনও অনুরণিত হচ্ছে উপস্থিত সকলের বুকে। উঠে দাঁড়ালেন ডিএসও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। সকলের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরা পাঠ করলেন ‘অঙ্গীকার’। মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন ছাত্রছাত্রীরা।

কলেজ স্কোয়ারে সমাপনী সভায় অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন ডিএসও-র নেতা-কর্মীরা

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকা অবসরকালীন ভাতা, ন্যূনতম বেতন মাসিক ২১০০০ টাকা সহ স্থায়ীকরণ ও প্রকল্পটির সামগ্রিক উন্নয়ন সহ ১০ দফা দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হন। এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত, এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং এ আই ইউ টি ইউ সি’র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য এবং এ ই এফ আই-র সর্বভারতীয় সভাপতি অচিন্ত্য সিন্‌হা।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এবং সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সনাতন দাস। জ্ঞানানন্দ রায়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। মন্ত্রী অবসরকালীন ভাতা সহ অন্যান্য অনেকগুলি দাবি মানার আশ্বাস দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com